দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৮

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ণ) 'প্লেন চালানো খুব-ই সোজা!'

স্থানঃ বাংলাদেশের একটি মফঃস্বল শহর
সময়ঃ সকাল আটটা
পাত্রঃ নবীন শাহীন
পাত্রীঃ প্রবীনা নূরুন্নাহার।

*[**পূর্বকথাঃ** নূরুন্নাহার ছিলেন শাহীনের নানার এক বন্ধুর স্ত্রী। তার-ই সূত্র ধ'রে শাহীনরা তাঁকে 'নানী' ব'লে ডাকতো। পাড়াতো নানী। তবে শুধু 'পাড়াতো' বললে ব্যাপারটাকে খাটো করা হয়। আসলে ভদ্রমহিলাকে সবাই খুব পছন্দ করতো তাঁর সরলতা আর আন্তরিকতার জন্য। তা ছাড়া নানী যখন তাঁর ওপার বাংলার চাঁছা-ছোলা ভাষাতে পাখীর মতো 'কিচির-মিচির' ক'রে কথা বলে যেতেন, তখন অনেকের-ই চোখে যেন ঘুম নেমে আসতো। তাঁকে দিয়ে আরো বেশী ক'রে কথা বলিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চল্‌তো শ্রোতাদের মাঝে।*

***প্রেক্ষাপটঃ** অল্প বয়স থেকেই শাহীনের প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস ছিলো। একদিন সকালে হাঁটাহাঁটির পর বাসায় ফেরার সময় নারীকণ্ঠের চেঁচামেচি শুনে তাকে উপরোক্ত নানীর বাসার সামনে থম্‌কে দাঁড়াতে হলো। নানী সেই মুহূর্তে তাঁদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পান চিবোচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা খুব সকাল সকাল তাঁর হাতের সব কাজ-কর্ম শেষ ক'রে ফেলতেন। আর কথা বলার সময় নির্দ্বিধায় ভুলভাল ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ছিলো তাঁর অনেককালের পুরাতন অভ্যাস। নীচে তার একটা নমুনা দেওয়া হলো।]*

নানীঃ কি রে, আমারে 'এ্যাভেড্' (এ্যাভয়েড) কোরে কেটে পড়চিস্ যে বড়ো? জোয়ান মরদ ছোঁড়া, একটু চোক তুলে হাঁট্‌বিনে?

শাহীনঃ স্লামালেকুম্। সরি নানী, খেয়াল করিনি আপনাকে।

নানীঃ আলেকুম্। খেয়াল আর করবি ক্যানে! আমি তো এ্যাকোন বুড়িয়ে গেচি। ছুঁড়ি হ'লে ঠিক-ই খেয়াল করতিস্।

শাহীনঃ (দাঁতে জিভ্ কেটে) ছিঃ ছিঃ এ-সব কি আপনি বলছেন নানী? বিশ্বাস করুন, একটু অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিলাম আর কি!

নানীঃ সে যাক গে। তা কোত্থেকে ফিরচিস্? 'মনে-কক্' সারলি বুঝি?

শাহীনঃ 'মনে-কক্' আবার কি জিনিস?

নানীঃ আ ম'লো, ঢং দ্যাকো না! মনে-কক্ বুঝিস্ না? ঐ যে তোর নানাও আগে রোজ সকালে করতো, আর এ্যাকোন করে সাঁঝের বেলা?

শাহীনঃ (হঠাৎ ক'রেই শব্দটার মানে বুঝতে পারায় হাসতে থাকে) ও নানী, আপনি ডোবাবেন! 'মনে-কক্' নয়, ওটাকে বলে 'মর্নিং ওয়ক্'। ওটা সাঁঝে করা যায় না। তখন আবার সেটার নাম হোয়ে যায় ভিন্নঃ 'ইভ্‌নিং ওয়ক্'।

নানীঃ (অভিমানের সুরে) থাক্ থাক্ ঢের হোয়েচে। আমারে আর ইংরিজি শেকাতে হবে নাকো। ও-রকম চ্যাটাং চ্যাটাং ইংরিজি আমিও অনেক জানি। বিরটিশ আমলের বি,এ, পাশ তোর নানা। তিনিই আমার ইংরিজি দিব্যি বোঝেন, আর এই আমলের ছোঁড়া হোয়ে তোর বুঝতে আ্যাতো কষ্ট হয়? (একটু দম নেওয়ার পর) অল্প বয়সে আমার বিয়ে-থা হোয়ে যাওয়াতে লেকা-পড়াটা আর তেমন হোইনি বটে, কিন্তু তোর নানার কাছ থেকে তো আর কম ইংরিজি শিকিনি আমি! উনার পাল্লায় পড়ে দেশ-বিদেশও কম ঘুরিনি! (অবশ্য পাড়ার সবাই জানতো যে, নানীর 'দেশ-বিদেশ ঘোরা' মানে নানার চাকুরীতে বদলীর জের হিসাবে কোলকাতা, যশোহর, আর রাজশাহীর মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া।) সাহেব-সুবোদের সাতেও মেলা উঠ-বস কোরেচি! আর তুই দু'দিনের ড্যাক্‌রা ছোঁড়া কিনা আমায় শেকাবি ইংরিজি?

শাহীনঃ (দুই হাত জোড় ক'রে) নানী, মাফ ক'রে দিন। ভুল হোয়ে গেছে!

নানীঃ (স্মিতহাস্যে) ঠিক আচে, অ্যাতো কোরে বল্‌চিস্ যকোন, (যাত্রার নায়িকার ভংগীতে) তকোন এই দিলুম তোরে মাপ কোরে। (তারপর বারান্দার নীচের বাগানের মাটিতে 'চ্যাক্' ক'রে একদলা পানের পিক্ ফেলে) এ্যায় শোন্ , ভালো খবর আচে। ছোটো খুকা 'এ্যান্টেনা' শেষ কোরে ফেলেচে।

[রত্নগর্ভা নানী তাঁর সবচেয়ে ছোটো ছেলেটিকে আদর ক'রে 'ছোটো খুকা' ব'লে ডাকতেন। শাহীন বুঝতে পারলো যে, নানী তাঁর সেই 'ছোটো খুকা'-র ইন্টার্নিশীপের কথাই বোঝাতে চাইছেন।]

শাহীনঃ তাই নাকি? বিরাট সু-খবর তো! কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্ মামাকে! আপনি তো তাহ'লে এখন ডাক্তার সাহেবের মা হোয়ে গেলেন!

নানীঃ (একগাল হেসে) সে আর বল্‌তে?.... তা তোর এ্যান্টেনার খবর কি?

শাহীনঃ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে ও ধরণের কোনো ইন্টার্নিশীপের ব্যবস্থা নেই। তবে আমার লেখাপড়া শেষ হতে আরো বছরখানেক সময় লাগবে।

নানীঃ আচ্ছা, একটা কথা। এই যে তোরা সব আ্যাতো কষ্ট কোরে ডাক্তারী পড়চিস্, এঞ্জ্‌রিং পড়চিস্, এর কি কুনো দরকার ছিলো বল্‌তো আমায়?

শাহীনঃ সেকি, এত জ্ঞানী-গুণী মানুষ হোয়ে এ-সব আপনি কি বল্‌ছেন? লেখাপড়া না করলে খাবো কি ক'রে?

নানীঃ ক্যানে, পেলেন (প্লেন) চালানো শিক্‌লেই তো পারতিস্।

[নানী নিশ্চিন্তে 'প্ল্যান'-কে বলতেন 'প্লেন', আর 'প্লেন' শব্দটি অবলীলায় তাঁর ঠোঁটে হোয়ে যেতো 'পেলেন'। যেমন, প্রায়ই তিনি বলতেন যে, তাঁদের বাড়ীর 'প্লেন' (অর্থাৎ প্ল্যান) তাঁর স্বামীর 'আডিয়া' (আইডিয়া)। তাই শুনে এক ভাঁড়গোছের নিন্দুক একদিন স্থূল ধরণের রসিকতা ক'রে মন্তব্য করেছিলো, ''তাও ভালো যে, বাড়ীর প্ল্যানটা প্লেনে গিয়েই আট্‌কা পড়েছে, হেলিকপ্টার পর্যন্ত আর গড়ায়নি! না হলে যে কি দশা হতো বাড়ীটার, তা আল্লাহ্ মালুম!''

যা হোক, নানীর 'পেলেন' চালানোর কথায় শাহীন বেশ কৌতুক অনুভব করলো।]

শাহীনঃ নানী, আপনার মাথায় হঠাৎ প্লেন চালানোর আইডিয়াটা এলো কিভাবে?

নানীঃ কারণ পেলেন চালানো খুব-ই সুজা, অথচ ম্যালা টাকার বেতন!

শাহীনঃ কি ক'রে আপনার মনে হলো যে, প্লেন চালানো খুব-ই সোজা?

নানীঃ (গলা ঝেড়ে নিয়ে) নিজের চোকেই তো সব দেকলুম রে ভাই! মনে নেই, ক'দিন আগে তোর নানারে লিয়ে পেলেনে চেপে ঢাকা গেলুম? তো উনি অসুস্থ ছিলেন ব'লে আমাদেরকে শীট (সীট) দেয়া হোয়েচিলো একেবারে পাইলোটদের পোঁদের কাছে। তকোনি তো সবকিচু দেকলুম। ঐ কাজে কুনোই খাট্‌নী নেই, কুনো শক্তিও লাগে না। আরামে এয়ার কন্টিশানে ব'সে দিব্যি হেসে-খেলে ওরা পেলেন চালাচ্চে। আর ওদের পেছনবাগেই জুশ্ , কফি, আর দামী দামী খাবারের পেলেট্ হাতে লিয়ে সুন্দরপানা ছুঁড়িগুলো (নিঃসন্দেহে এয়ার হোস্টেস্‌দের কথা বোঝাতে চাইছিলেন নানী) দেঁড়িয়ে রয়েচে। পাইলোটদের চোকের সামনে রয়েচে ম্যালা বোতাম। ওরা এটা টিপ্‌চে, ওটা টিপ্‌চে, আর ভোঁ-ভোঁ কোরে পেলেন আপন মনে ছুটে চলেচে। কি মজা! ওর চাইতে মটোরগাড়ী চালানো ঢের বেশী কঠিন।

রাজশাহীর আকাশে, *ছবি: বনি আমিন*

শাহীনঃ সেতো বুঝলাম নানী, কিন্তু এখন আমার কি করা উচিৎ তা-ই বলুন।

নানীঃ সুজা কথা, পাইলোট না হোয়ে মস্ত ভুল কোরচিস্ তোরা। তেবে এ্যাকোনো সুমায় আচে, ভেবে দ্যাক্ পেলেন চালানো শিক্‌বি কিনা। তোর মা-বাবারে গিয়ে আজ-ই বল্। আমার কথা বলিস্।

[নানীকে দিয়ে আরো কথা বলিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শাহীন এবার ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁকে নীচের টিপ্পনী-কাটা প্রশ্নটি করলো। সে ভেবেছিলো যে, নানী হয়তো তাতে ক্ষেপে উঠতে পারেন। কিন্তু অবাক হোয়ে সে লক্ষ্য করলো যে, ফল হলো তার উল্টোটা।]

শাহীনঃ আচ্ছা নানী, আপনার কি এটা মনে হয় যে, আপনিও প্লেন চালাতে পারবেন?

নানীঃ (উদ্ভাসিত মুখে) তোর নানা তো... দশ মিনিটেই শিকে লিতে পারবে। তেবে হ্যাঁ,...আমার মুনে হয়..... (মনে মনে হিসেব কষতে কষতে) ঠিকমতোন শিকিয়ে-পড়িয়ে লিলে (ঘাড় কাত ক'রে) হুঁ..., আমিও ঘন্টাখানেকের মাঝে পেরে যাবো'খন। (একটা দীর্ঘঃশ্বাস

ফেলে) কিন্তু কি লাভ তাতে? এই সত্তর-পোঁষোট্টি বচর বয়সে কে আর মোদের পাইলোটের চাক্‌রি দেবে, বল্?

[শাহীন অনেক কষ্টে চোখে-মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে নানা-নানীর সম্ভাব্য বেকারত্বে সমব্যথী হওয়ার ভান ক'রে জিভের ডগায় 'চুক্-চুক্' শব্দ করতে করতে আর মাথা নাড়াতে নাড়াতে বাসার দিকে পা বাড়ালো।]

(লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেয়া বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত।)

(ত) 'ডাইজেস্টেড্ ফুড্ প্যাক্!'

স্থানঃ ক্যানাডার এক শহরতলী
সময়ঃ সকাল সাড়ে আটটা
প্রথম পাত্রঃ বাস-চালক মাইকেল
দ্বিতীয় পাত্রঃ নিয়মিত বাস-যাত্রী ডন।

*[**ভূমিকাঃ** সময়ের সাথে পাল্লা দিতে দিতে ক্রমশঃই হাঁপিয়ে উঠছিলেন ডন। সব কিছুতেই তাঁর কেবল-ই দেরী হোয়ে যেতো। সকালবেলাটায় যেন আরো বেশী তাড়া থাকতো। প্রতিদিন বাসে চড়ে অফিস যাতায়াতের সুবাদে দু'একজন বাস-চালকের সাথে তাঁর এক ধরণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। মাইকেল ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম।*
একদিন সকালে ডন হন্তদন্ত হোয়ে বাসে উঠে ড্রাইভিং সীটের একেবারে কাছেই বসে পড়লেন। বাসে তেমন লোকজন ছিলো না সেদিন।]

ডনঃ (হাঁপাতে হাঁপাতে) কি ব্যাপার মাইকেল, ইদানীং তোমার বাস কিছুটা আগেভাগেই এসে পড়ছে যে!?

মাইকেলঃ (মুচ্‌কি হেসে) আমার মনে হয় তোমার ঘড়িটাই আসলে দিন দিন আরো বেশী স্লো হোয়ে পড়ছে।

ডনঃ উঁহু, তোমার কথা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ আগেই টি,ভি,-র সময়ের সংগে মিলিয়ে দেখেছি আমার ঘড়ি ঠিক আছে।

মাইকেলঃ ইয়ে... দোষটা আসলে তোমার ঘড়িরও নয়, আমার বাসেরও নয়। দোষটা আসলে.... (আচম্‌কা ডনের দিকে মুখ ফিরিয়ে) তোমার।

ডনঃ আমার!?

মাইকেলঃ হ্যাঁ, তোমার। দ্যাখো মাইকেল, আজকাল তোমাকে বড্ডো ব্যস্ত আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়। আগে তোমার চেহারাতে একটা প্রশান্ত ভাব ছিলো। বাস-স্টপেও আগে থেকেই অপেক্ষা করতে। কিন্তু আজকাল প্রায়ই তোমাকে ছোটাছুটি ক'রে বাস ধরতে হচ্ছে। বলি, ব্যাপারখানা কি?

ডনঃ (গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর) তুমি বোধ হয় ঠিক-ই বলেছো। ইদানীং আমি বেশ কিছু ব্যাপারের সাথে জড়িয়ে পড়েছি। শালার চাকুরীর ঝামেলাটা তো রয়েছেই। এছাড়াও ক'দিন হলো একটা সাইড্ বিজনেস শুরু করেছি। তার উপর আবার সম্প্রতি এক অর্কেস্ট্রায় গীটার বাজানোও ধরেছি। তা ছাড়া....

মাইকেলঃ (বাধা দিয়ে) থাক্ থাক্ ঢের হোয়েছে, আর ফিরিস্তি দিতে হবে না। ও আমি না শুনেই আঁচ করতে পেরেছি। আসলে হোয়েছে কি জানো? যতোটুকু আমাদের সাধ্যে কুলোতে পারে, তার চাইতে তিন-চারগুণ বেশী কাজে আমরা হাত দিয়ে ফেল্‌ছি। অবশ্য বর্তমানকালের পরিস্থিতিও এজন্য কিছুটা দায়ী। টানা-হ্যাঁচড়ায় লেজে-গোবরে ক'রে ফেল্‌ছি আমরা সবকিছু! এ-সব ক'রে হয়তো সবাই এক ধরণের তথাকথিত 'আত্মতৃপ্তি' লাভ করছি, তবে 'সুখ' নামের পাখীটা কিন্তু ক্রমেই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

[ইতিমধ্যে বাসে কিছু যাত্রী উঠলো। মাইকেল এবার নীচু স্বরে কথা শুরু করলেন।]

মাইকেলঃ চারিদিকে মোবাইল ফোনের ছড়াছড়ি। এখনকার দুধের বাচ্চার হাতেও মোবাইল। টয়লেটে গিয়েও শান্তি নেই। দেখে-শুনে মনে হয়, যেন দারুণ যোগাযোগ আমাদের সবার মাঝে। আসল কথাটি কিন্তু তুমিও জানো, আমিও জানি। আর সেটা হলোঃ ভীষণ দ্রুতবেগে আমরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি...! সত্যিকারের মনের যোগাযোগ— (গলা দু'পর্দা চড়িয়ে) ক্ষ-ত-ম!!

[মাইকেলের বাচালতায় ডন মনে মনে বিরক্ত হলেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। তারপর এবার তিনিই নীরবতা ভাংলেন।]

ডনঃ কি আর করবো বলো? আজকাল তো ভালো ক'রে নাস্তা সারারও সময় পাই না। তবে কপাল ভালো যে, ঠিক গতকাল-ই একটা খুব মোক্ষম জিনিসের সন্ধান পেয়ে গেছি। আজ সেটা দিয়েই নাস্তা সেরেছি।

মাইকেলঃ মোক্ষম জিনিসটা কি?

ডনঃ 'কুইক্ ব্রেকফাস্ট প্যাক্'। খুব অল্পদিন হলো বাজারে ছেড়েছে। দুধ, চিনি, সিরিয়াল, শুক্‌নো ফলমূল- সব একসাথে রেডী করাই থাকে। শুধু গরম ক'রে মাখিয়ে খেলেই হলো। খুব-ই হ্যান্ডি মাল!

মাইকেলঃ (বেশ নীচু স্বরে) এই 'হ্যান্ডি-হ্যান্ডি' ক'রেই মানুষজাতটা মরলো!

ডনঃ কি বল্‌লে?

মাইকেলঃ না, কিছু না। বলছিলাম কি যে, এরপর হয়তো ওরা 'চ্যুড্ ফুড্ প্যাক্' বা চর্বিত খাবারের প্যাকেট বাজারে ছাড়বে।

ডনঃ তার মানে?

মাইকেলঃ ভেবে দ্যাখো যে, খাবার চিবোতেও তো মানুষের বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়। অতো সময় কোথায় আধুনিক মানুষের হাতে? তাই চিবিয়ে দেওয়া খাবারের প্যাকেট নিঃসন্দেহে আরো বেশী 'হ্যান্ডি' হবে। মানুষের সময় বাঁচানোর ক্ষেত্রে এটা একটা যুগান্তকারী মাইলফলক হতে পারে।

[ডনের সূক্ষ্ম রসবোধ বরাবর-ই কিছুটা নীচু মানের। তাই তিনি খোঁচাটা টের-ই পেলেন না।]

ডনঃ না, না, এটা বোধ হয় তুমি একটু বেশীই বলে ফেল্‌লে! তবে আমার বিশ্বাস, খাবার মাখানোর সময় বাঁচাতে হয়তো আগামীতে মাখিয়ে দেয়া খাবারের প্যাকেট বাজারে আসবে।

মাইকেলঃ আমার বিশ্বাস কিন্তু আরো এক ধাপ ওপরে। কথা হলো, খাবার হজম করাটা সময়সাপেক্ষ না হলেও ঝামেলার একটা ব্যাপার বৈকি! তাই আমি মনে করি, তার চেয়ে বরং একেবারে হজম ক'রে দেয়া খাবার সবচেয়ে 'হ্যান্ডি' হবে। এ-ধরণের 'ডাইজেস্টেড্ ফুড্ প্যাক্' বাজারে ছাড়লে খাদ্য-জগতে বড়োসড়ো একটা বিপ্লব ঘটে যাবে।

[মাইকেলের কথা শুনে ডন ফ্যা-ফ্যা ক'রে বোকার হাসি হাসতে থাকলেন। তবে সেই হাসি ছিলো একবার-ই, তিনবার নয়।]

(জীবন থেকে নেয়া বাস্তব ঘটনা ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত।)

সিডনী, ১৭/১০/২০০৬।